গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
এনআইএস ও এপিএ শাখা
www.rthd.gov.bd

২০২২-২০২৩ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা এর অন্তর্ভুক্ত সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের 'সড়ক নিরাপত্তা সংক্রান্ত' অংশীজন সভা'র কার্যবিবরণী :

সভাপতি : **এ বি এম আমিন উল্লাহ নুরী**
সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
তারিখ : ২২ সেপ্টেম্বর ২০২২
সময় : সকাল ১০.০০ ঘটিকা
স্থান : সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর-এর সম্মেলন কক্ষ, তেজগাঁও, ঢাকা
উপস্থিতি : পরিশিষ্ট-'ক'

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভাপতি বলেন, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে মহাসড়ক নির্মাণ ও পুন:নির্মাণ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় একদিকে যেমন সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থায় নীরব বিপ্লব সাধন হয়েছে অপরদিকে মহাসড়কে দুর্ঘটনার হারও বৃদ্ধি পেয়েছে। সড়ক দুর্ঘটনা কমিয়ে আনার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকলের আন্তরিকতার সাথে কাজ করা প্রয়োজন। সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। তারই ধারাবাহিকতায় সম্প্রতি ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদান সহজীকরণ করার লক্ষ্যে এ বিভাগ কর্তৃক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ণের কাজ চলমান রয়েছে। নিরাপদ সড়ক বিনির্মাণের লক্ষ্যে স্কুল-কলেজের পাঠ্যপুস্তকে সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাস করার বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সরকার এবং জনগণের পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে সড়ক পথে শৃঙ্খলা বজায় রাখা সম্ভব বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরও স্বাচ্ছন্দ্যময়, গতিশীল ও নিরাপদ করার লক্ষ্যে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনার আওতায় 'সড়ক নিরাপত্তা সংক্রান্ত শুদ্ধাচার বিষয়ক' আজকের অংশীজন সভা আয়োজন করা হয়েছে। অতঃপর সভাপতির অনুমতিক্রমে এ বিভাগের উপসচিব জনাব মোঃ মনিরুল আলম 'সড়ক নিরাপত্তা সংক্রান্ত শুদ্ধাচার বিষয়ক' একটি তথ্যবহুল উপস্থাপনা করেন। উক্ত উপস্থাপনায় এ বিভাগের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি এবং তথ্য অধিকার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। ২০২১-২২ অর্থবছরে এ বিভাগে ৩০৭টি অভিযোগ প্রাপ্তির বিপরীতে ২৯৩টি অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে। সামগ্রিকভাবে নিষ্পত্তির হার ৯৫.৪৩%। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ কর্তৃক সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতির আওতায় ২৬টি সেবা দেয়া হয়। বর্তমানে উল্লিখিত সকল সেবা প্রদান কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এ বিভাগের তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনার আওতায় সকল প্রাপ্ত আবেদন ও আপিল আবেদন শতভাগ নিষ্পন্ন করা হয়েছে। অতঃপর সভাপতি উপস্থিত সকলকে 'সড়ক নিরাপত্তা সংক্রান্ত শুদ্ধাচার বিষয়ক' (জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি এবং তথ্য অধিকার) পরামর্শ, অভিযোগ, অনুযোগ ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বক্তব্য প্রদানের জন্য আহ্বান জানান।

২.১ জনাব এ. এম. ফেরদৌস খাঁন, ভাইস চেয়ারম্যান, রোড সেইফটি ফাউন্ডেশন বলেন, সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সকলকে সচেতন হতে হবে। সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাসে সরকার কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের গুরুত্ব জনগণ কর্তৃক বুঝতে হবে এবং তা বাস্তবায়ন করতে হবে। তিনি রোড সেফটি বিষয়ে একটি নাতিদীর্ঘ উপস্থাপনা প্রদান করেন। উক্ত উপস্থাপনায় সড়ক দুর্ঘটনার কারণ ও এ লক্ষ্যে করণীয় উপায় সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়।

২.২ জনাব মোঃ আবদুল জলিল, সিনিয়র উপপ্রধান তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদপ্তর বলেন, সম্প্রতি মহাসড়কে মটরসাইকেল দ্বারা সঙ্ঘঠিত দুর্ঘটনার হার আশঙ্কাজনক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই বিষয়ে এখনই করণীয় নির্ধারণ করা প্রয়োজন। তিনি গণসচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি ড্রাইভিং লাইসেন্স ব্যতীত মোটর সাইকেল বিক্রয় বন্ধ করা যেতে পারে বলে মতামত ব্যক্ত করেন।

২.৩ জনাব এম. খালিদ মাহমুদ, প্রোগ্রাম হেড, সড়ক নিরাপত্তা কর্মসূচি, ব্র্যাক বলেন, মহাসড়কে মোটর সাইলকেল দ্বারা সৃষ্ট দুর্ঘটনাসমূহের বেশিরভাগ উঠতি বয়সের যুবকদের দ্বারা সংগঠিত হয়। তিনি ১৮ বছর বয়সের কম বয়সীদের ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদান না করা, মোটর সাইকেল চালকদের বাধ্যতামূলক হেলমেট ব্যবহার নিশ্চিত করা, ভারী যানবাহনের ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদানের সময় চালকদের ডোপ টেস্ট এবং Eye Sight পরীক্ষা করা প্রয়োজন বলে মতামত ব্যক্ত করেন।

২.৪ জনাব হাবিবুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক, ঢাকা সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি বলেন, প্রায়শইঃ দেখা যায় মহাসড়কে যত্র তত্র গাড়ি পার্কি করা হয়। এছাড়াও ফুটপাতের উপর অবস্থিত অবৈধ দোকানের কারণে পথচারী পারাপারে বিঘ্ন সৃষ্টির কারণে যানজট সৃষ্টি হয়। এছাড়া তিনি বলেন মহাসড়কে থ্রি-হুইলার জাতীয় যান চলাচলের কারণে প্রায়শই দুর্ঘটনার সৃষ্টি হয়। সভাপতি বলেন, মহাসড়কে ইজিবাইক, সিএনজি, নছিমন, করিমন ইত্যাদি চলাচল বন্ধ করা প্রয়োজন। সে লক্ষ্যে থ্রি হইলার নীতিমালা প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে। সড়কের পাশে যত্রতত্র গাড়ি পার্কিং বন্ধে সংশ্লিষ্টদের আরও আন্তরিক হতে হবে।

২.৫ জনাব এস.এম. মেহেদী হাসান, যুগ্ম কমিশনার, ট্রাফিক (দক্ষিণ), ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ বলেন, গ্রামাঞ্চলে অনেক রেজিস্ট্রেশন বিহীন মোটর সাইকেল রয়েছে। এসব মোটরসাইকেল আমদানি শুল্ক ছাড়া অবৈধ উপায়ে দেশে আনা হয়েছে। তাই এ সকল বাহনের রেজিস্ট্রেশন করা সম্ভব হচ্ছেনা। এ সকল মোটর সাইকেল চালানোর কারণে নানাবিধ অপরাধের তথ্য উদঘাটন করা অনেক সময় কষ্টসাধ্য হয়। এ সকল মোটর সাইকেলকে রেজিস্ট্রেশন এর আওতায় আনা গেলে একদিকে যেমন অর্থনৈতিকভাবে রাষ্ট্র লাভবান হবে তেমনি সড়ক নিরাপত্তা অনেকখানি নিশ্চিত করা সম্ভবপর হবে। মহাসড়কের পাশে স্থাপিত বাজারের কারণে প্রায়শই দুর্ঘটনা ও যানজট সৃষ্টি হয়। এ বিষয়ে পদক্ষেপ নেয়া জরুরি। তিনি বলেন, বাস/ট্রাক চালানোর জন্য দেশের চাহিদার তুলনায় পর্যাপ্ত দক্ষ চালক নেই। এছাড়া তিনি সরকারিভাবে দক্ষ চালক তৈরি করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন মর্মে মতামত ব্যক্ত করেন।

২.৬ জনাব আবুল কালাম, সাধারণ সম্পাদক, সায়েদাবাদ বাস মালিক সমিতি বলেন, গত ঈদ-উল-আযহায় মহাসড়কে মোটর সাইকেল চলাচল বন্ধ রাখায় দুর্ঘটনার সংখ্যা অনেক কম হয়েছে। তিনি সভাপতি এবং এ বিভাগের সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তাগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। মহাসড়কের অনেক স্থানে বিশেষত টোল প্লাজায় ভারী ও মাঝারি বর্ষণের ফলে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়। এ সমস্যা সমাধানে কার্যকরি পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন বলে মতামত ব্যক্ত করেন।

২.৭ নির্বাহী পরিচালক, ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ বলেন, মহাসড়কের পাশে বাজারসমূহ পরীক্ষামূলকভাবে অন্যত্র স্থানান্তরের পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে। এ পরিকল্পনা সফলভাবে বাস্তবায়ন হলে মহাসড়কে দুর্ঘটনা অনেকাংশে কমে আসবে বলে মতামত ব্যক্ত করেন। তিনি আরও বলেন বর্তমান সময়ে গণপরিবহনগুলোতে নারী যাত্রীদের হয়রানীর কথা প্রায়শই শোনা যায়। এ সমস্যা সমাধানে সকল যাত্রীবাহী বাসে একটি ইমার্জেন্সি বাটন রাখা যেতে পারে যাতে কোন অনাকাঙ্খিত ঘটনার অবতারনা হলে উক্ত বাটনে প্রেসের মাধ্যমে আশে পাশের সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়।

২.৮ ড. মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর বলেন, নিরাপদ সড়ক প্রতিষ্ঠা করার জন্য দায়িত্বশীল সকলকে সহযোগিতাপূর্ণভাবে কাজ করতে হবে। বিশ্বের অধিকাংশ দেশেই গণপরিবহণ ব্যবস্থা সরকারিভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। যার ফলে সে সকল দেশে গণপরিবহন ব্যবস্থা লাভের চেয়ে সেবার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। তিনি আমাদের দেশের সরকারিভাবে সমন্বিত

উপায়ে গণপরিবহন পরিচালনা করা হলে যাত্রী সাধারণ অধিকতর উপকৃত হতো বলে মতামত ব্যক্ত করেন।

২.৯ জনাব আর এ জামান, যুগ্ম সাধারাণ সম্পাদক, সায়দাবাদ বাস টার্মিনাল বলেন, দক্ষ চালক তৈরির লক্ষ্যে বাস টার্মিনালগুলোতে বাস দ্বারা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে। সরকারিভাবে এ উদ্যোগ গ্রহণ করা হলে দেশে বিদ্যমান দক্ষ ভারী চালকের শূন্যতা অনেকাংশে লাঘব করা যেতে পারে।

২.১০ জনাব ইকবাল হোসেন, ডিআইজি, হাইওয়ে পুলিশ বলেন, মহাসড়কে গতিসীমার উর্ধ্বে যান চলাচল বন্ধ করার লক্ষে সকল গুরুত্বপূর্ণ সড়কে Speed Detector স্থাপন করা প্রয়োজন। তিনি বলেন চালকগণ একটানা বিরতীহীন গাড়ি চালানোর ফলে অনেক সময় মানসিকভাবে অস্থির হয়ে পড়ে। তিনি বলেন চালকের একটানা নিদ্রাহীন গাড়ি চালানোর জন্য সাম্প্রতিক সময়ে কয়েকটি মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে। যাত্রাপথে অনাকাঙ্খিত ঘটনা রোধ করার লক্ষ্যে যাত্রীদের প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহে রাখা প্রয়োজন। এ বিষয়ে তিনি বলেন টিকেট কাটার সময় টিকেটে যাত্রীদের মোবাইল নম্বর উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রসঙ্গত: সভাপতি বলেন, দীর্ঘ সময় বিরতিহীন ড্রাইভিং অনেক সময় দুর্ঘটনার কারণ হয়ে দাড়ায়। দূরপাল্লার গাড়ির চালকদের বিশ্রামের জন্য সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক সারাদেশে ৪টি আধুনিক সুবিধা সম্বলিত বিশ্রামাগার স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে। পর্যায়ক্রমে দেশের সকল স্থানে এ ধরণের বিশ্রামাগার স্থাপন করা হবে। তিনি বলেন, মহাসড়কে চলাচলকারী সকল যানবাহনের চালককে নিয়োগ পত্রের মাধ্যমে নিয়োগ দেয়া যেতে পারে। তাহলে মহাসড়কে শৃঙ্খলা স্থাপন করা সম্ভব হবে।

২.১১ মেজর (অবঃ) মোঃ জিয়াউল আহসান সরোয়ার, সিনিয়র নির্বাহী পরিচালক, সিএনএস লিঃ বলেন, সাধারণত দেখা যায় দুর্ঘটনা কবলিত যানের মালিককে দুর্ঘটনার জন্য জরিমানা করা হয়। এক্ষেত্রে চালকদেরও শাস্তি ও জরিমানার আওতায় আনা হলে দুর্ঘটনা অনেকাংশে লাঘব হবে। সকল চালকদের ডাটাবেজ সংরক্ষণ করা গেলে সড়ক নিরাপত্তা বাস্তবায়ন সহজতর হবে। তিনি বলেন, ড্রাইভিং পেশাকে একটি সম্মানজনক সেবায় রূপান্তর করতে হবে। তাহলে এ সেক্টরে শিক্ষিত ও দক্ষ চালকের অন্তর্ভুক্তি ঘটবে। সভাপতি বলেন, গাড়ি চালানোর সময় যেন চালকগণ সচেতন থাকেন সে লক্ষ্যে চালকের সামনে সচেতনতামূলক স্টিকার লাগানো যেতে পারে।

২.১২ জনাব সুলতানা ইয়াসমীন, যুগ্মসচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ বলেন, সড়কে দুর্ঘটনার জন্য চালক ও যাত্রীর পাশাপাশি পরিবহন মালিকদেরও দায়বদ্ধতা রয়েছে। পরিবহন মালিকগণ ফিটনেসবিহীন গাড়ি দ্বারা পরিবহন ব্যবস্থা পরিচালনা করে থাকেন। তাই সড়ক দুর্ঘটনা বন্ধে পরিবহন মালিকদের সচেতন হওয়া প্রয়োজন। তিনি বলেন, সড়কে শৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য যে সকল আইন রয়েছে তার পূর্ণ প্রয়োগ করা গেলে সড়ক দুর্ঘটনা অনেকাংশে হ্রাস পাবে।

২.১৩ জনাব শারমিন রহমান, প্রকল্প সমন্বয়কারী, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন বলেন, খিলক্ষেতে চলমান ড্রাইভারদের ড্রাইভিং পরীক্ষার সময় আহছানিয়া মিশন কর্তৃক স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষালব্ধ ফলাফলে দেখা যায় অনেক চালকই উচ্চ রক্তচাপ ও ডায়াবেটিস দ্বারা আক্রান্ত। চালক শারীরিকভাবে অসুস্থ থাকলে দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা অনেক বেশি থাকে। তাই নিয়মিত চালকদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানো প্রয়োজন। সভায় আহছানিয়া মিশন কর্তৃক চালকদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার উদ্যোগকে স্বাগত জানান। তিনি গাড়ি চালকদের নির্দিষ্ট সময় অন্তর স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং অসুস্থ চালকদের সরকারিভাবে বিনামূল্যে চিকিৎসার জন্য মালিক পক্ষকে এগিয়ে আসার পরামর্শ দেয়া হয়।

২.১৪ জনাব সাইদুর রহমান, নির্বাহী পরিচালক, রোড সেফটি ফাউন্ডেশন বলেন, গণপরিবহনের ভিতরে দৃশ্যমান স্থানে স্ব স্ব গাড়ির রেজিস্ট্রেশন নম্বর রাখা প্রয়োজন। তাহলে জরুরী ভাবে বা অনাকাঙ্খিত ঘটনা ঘটলে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী গাড়ির রেজিস্ট্রেশন নম্বর সম্পর্কে অবগত হতে পারবে। এ বিষয়ে প্রসঙ্গক্রমে সভাপতি বলেন, সকল গণপরিবহনের ভেতরে দৃশ্যমান স্থানে গাড়ির রেজিস্ট্রেশন নম্বর রাখতে হবে। এছাড়াও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলো সমন্বয়ের মাধ্যমে ঢাকা শহরে চলমান সকল গণপরিবহনে সচেতনতামূলক স্টিকার লাগানো যেতে পারে।

২.১৫ চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ বলেন, যানবাহনের চালকদের সাবধানে গাড়ি চালানোর জন্য ড্রাইভিং লাইসেন্সের পয়েন্ট কর্তনের বিষয়টি সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮ এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ পুলিশের সহযোগিতা পেলে আরও সফলতা আসবে বলে তিনি মতামত প্রদান করেন। যানবাহনের চালক কর্তৃক অসাবধানে বা ঝুঁকিপূর্ণভাবে গাড়ি চালনা করলে সংশ্লিষ্ট এলাকার দায়িত্বরত ট্রাফিক সার্জেন্ট বিআরটিএকে অবগত করলে অভিযুক্ত চালকের ড্রাইভিং লাইসেন্স হতে পয়েন্ট কর্তন করা যাবে। তাহলে বর্তমানের তুলনায় আরও অধিকহারে সড়কে শৃঙ্খলা বজায় থাকবে। তিনি মতামত ব্যক্ত করেন যে, সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য দেশে যে সকল আইন প্রচলিত রয়েছে, সে সকল আইনের পূর্ণ প্রয়োগ করা প্রয়োজন। যে সকল গাড়ির বৈধতা/লাইসেন্স নেই সে সকল গাড়ি চলাচল বন্ধ করার পাশাপাশি ড্রাইভিং লাইসেন্স ব্যতীত কোন চালক গাড়ি চালাতে না দেওয়া এখন সময়ের দাবী। তিনি আরও বলেন অনেক সময় দেখা যায় মহাসড়কের সাথে সংযুক্ত পার্শ্ব রাস্তা হতে গাড়ি মূল সড়কে প্রবেশ করে। ফলে অন্য দিক থেকে আসা গাড়ির সাথে সংঘর্ষ ঘটে। এ ধরণের দুর্ঘটনা এড়াতে মহাসড়কে প্রবেশ বন্ধ করতে হবে। সর্বোপরি সকলকে নিজ নিজ অবস্থান হতে সড়ক দুর্ঘটনা বিষয়ে সচেতন হতে হবে। এ লক্ষ্যে তিনি যানবাহনের টিকেটে সড়ক নিরাপত্তা সংক্রান্ত সচেতনতামূলক স্লোগান লেখার জন্য পরিবহন মালিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

২.১৬ সৈয়দা ফারহানা কাউনাইন, যুগ্মসচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ বলেন, যত্রতত্র পার্কিং বন্ধ করতে জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারের মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে কাজ করতে হবে। এ বিষয়ে গণসচেতনতা তৈরিতে জেলা প্রশাসক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে বলে তিনি মতামত ব্যক্ত করেন।

২.১৭ জনাব মোঃ মাহবুবের রহমান, যুগ্মসচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ বলেন, বর্তমানে আমাদের দেশে চাহিদার অনুপাতে দক্ষ ভারী চালক এবং ড্রাইভিং প্রশিক্ষকের অভাব রয়েছে। তিনি যে সকল ড্রাইভিং প্রতিষ্ঠান রয়েছে তাদের মান উন্নীত করার পাশাপাশি আরও ড্রাইভিং স্কুল এবং দক্ষ চালক তৈরিতে এখনই উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন মর্মে মতামত প্রদান করেন।

২.১৮ চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন বলেন, গাড়ি চালক এবং মালিকদেরকে সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ে সচেতন হতে হবে। গাড়ির মালিকদের পরিবহনের সংখ্যা বাড়ানোর চেয়ে সেবার গুণগত মান বৃদ্ধির দিকে জোর দিতে হবে। বর্তমানে বিআরটিসি'র বহরে যে সকল গাড়ি রয়েছে সে সকল গাড়ির সেবার মান বৃদ্ধির দিকে নজর দেয়া হচ্ছে বলে তিনি সভায় অবহিত করেন।

২.১৯ প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর বলেন, সড়কে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সওজ অধিদপ্তর কাজ করে যাচ্ছে। মহাসড়কে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধক স্থানসমূহ হতে প্রতিবন্ধক সরানোর পাশাপাশি দুর্ঘটনা হ্রাসকল্পে মহাসড়ক প্রশস্ত করা হচ্ছে। কিন্তু আশানুরূপভাবে দুর্ঘটনা হ্রাস হচ্ছেনা। এ বিষয়ে চালকগণ সচেতন না হলে দুর্ঘটনা হ্রাস করা দুরূহ হবে বলে প্রতীয়মান হয়। সড়কে নির্ধারিত লেন ব্যবহার এবং ঝুঁকিপূর্ণ ওভারটেকিং বন্ধকরণে চালকদের সচেতন করার আবশ্যকতা তুলে ধরেন।

২.২০ সভাপতি বলেন, মোটরসাইকেল শিল্প বাংলাদেশের একটি সম্ভাবনাময় খাত। এ সেক্টর হতে সরকারের রাজস্ব আয়ের পাশাপাশি বিপুল সংখ্যক বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে। এ সেক্টরের বিকাশের সম্ভাবনা বজায় রেখেই নিরাপদ সড়ক বিনির্মাণ করতে হবে। সড়কে লাইসেন্স বিহীন মোটর সাইকেল চলাচল বন্ধ করতে হবে। একই সাথে মোটর সাইকেল চালকদের মধ্যে গণসচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। তাদের মধ্যে নিজ পরিবার ও সমাজের দায়বদ্ধতা জাগ্রত করতে হবে। ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অবস্থিত কিছু বাজার অন্যত্র স্থানান্তরের পরীক্ষামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে বলে সভাপতি মতামত ব্যক্ত করেন।

৩.০ সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করা হয় :

ক্রম	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
(১)	চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ চালক গড়ে তোলার নিমিত্তে বিআরটিসি ও বিআরটিএ কর্তৃক পরিচালিত প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/বিআরটিএ
(২)	ড্রাইভিং লাইসেন্স ব্যতীত মোটরসাইকেল বিক্রয় ও রেজিস্ট্রেশন বন্ধ নিশ্চিত করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ, জেলা প্রশাসক/পুলিশ সুপার (সকল)
(৩)	ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদানকালে আবেদনকারীর প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য পরীক্ষা নিশ্চিত করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ
(৪)	গাড়ির ভেতরে গাড়ির রেজিস্ট্রেশন নম্বর এবং সচেতনতামূলক লিফলেট/স্টিকার লাগাতে হবে। রাস্তার পাশে ডিসপ্লে বোর্ড এর মাধ্যমে বিভিন্ন সচেতনতামূলক বক্তব্য প্রচার করা করতে হবে। চালক ও গাড়ির মালিককে সড়ক নিরাপত্তা সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। এ লক্ষ্যে ড্রাইভারদের সম্মুখে সচেতনতামূলক স্টিকার রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/বিআরটিসি, সড়ক পরিবহন মালিক সংগঠন
(৫)	আন্তঃজেলা দূরপাল্লা যাত্রী পরিবহনের ক্ষেত্রে যাত্রীদের পরিচয় সনাক্ত করার জন্য টিকেটে যাত্রীদের নাম ও মোবাইল নম্বর সংরক্ষণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/বিআরটিসি, সড়ক পরিবহন মালিক সংগঠন
(৬)	দীর্ঘ যাত্রা ও দূরপাল্লা গাড়ী চালানোর ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময় অন্তর চালকদের বিশ্রাম দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।	সড়ক পরিবহন মালিক সংগঠন
(৭)	হাইওয়েতে নছিমন, করিমন, ইজিবাইক জাতীয় থ্রি-হুইলার যানবাহন চলাচল বন্ধ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	হাইওয়ে পুলিশ, জেলা প্রশাসক/পুলিশ সুপার (সকল)
(৮)	হাইওয়ের উপর স্থাপিত অবৈধ হাট ও বাজার উচ্ছেদের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	জেলা প্রশাসক/পুলিশ সুপার (সকল)
(৯)	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশিকা অনুযায়ী শুদ্ধাচার চর্চার বিষয়গুলো কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়ন অব্যাহত রাখতে হবে।	শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ/সওজ/ বিআরটিএ/বিআরটিসি/ ডিটিসিএ/ডিএমটিসিএল/ ঢাকা বিআরটি

৪.০ আলোচ্যসূচিতে আর কোন বিষয় অন্তর্ভুক্ত না থাকায় সভাপতি কর্তৃক সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

স্বাক্ষরিত/=
(এ বি এম আমিন উল্লাহ নুরী)
সচিব

স্মারক নং-৩৫.০০.০০০০.০৪৯.০৬.০২৫.২০-১৫৪

তারিখ : ২৮ আশ্বিন, ১৪২৯ / ১৩ অক্টোবর, ২০২২

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২. সিনিয়র সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা,
৩. সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৪. সিনিয়র সচিব, জন নিরাপত্তা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৫. সিনিয়র সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৬. পুলিশ মহাপরিদর্শক, পুলিশ অধিদপ্তর, ঢাকা
৭. সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৮. সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৯. সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১০. সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১১. সচিব, সেতু বিভাগ, সেতু ভবন, বনানী ঢাকা
১২. সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১৩. সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১৪. সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১৫. প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
১৬. পুলিশ কমিশনার, ডিএমপি, ডিএমপি হেডকোয়ার্টার্স, মিন্টু রোড, রমনা, ঢাকা
১৭. অতিরিক্ত সচিব (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১৮. নির্বাহী পরিচালক, ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ), নগর ভবন, ঢাকা
১৯. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ), বিআরটিএ সদর কার্যালয়, নতুন বিমান বন্দর সড়ক, বনানী, ঢাকা
২০. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি), পরিবহন ভবন, মতিঝিল, ঢাকা
২১. অতিরিক্ত পুলিশ মহাপরিদর্শক, হাইওয়ে পুলিশ, হাইওয়ে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, শাহজালাল এভিনিউ, সেক্টর-৪, উত্তরা, ঢাকা
২২. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানী লিমিটেড, প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা
২৩. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট কোম্পানী লিমিটেড, বাড়ী-৪, সড়ক-২১, সেক্টর-৪, উত্তরা, ঢাকা
২৪. নির্বাহী পরিচালক, ব্র্যাক, ব্র্যাক সেন্টার, ৭৫ মহাখালী, ঢাকা (দৃঃআঃ প্রোগ্রাম ম্যানেজার)
২৫. সভাপতি, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, বাড়ী-১৯, সড়ক-১২, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯
২৬. পরিচালক, এ্যাক্সিডেন্ট রিসার্স ইন্সটিটিউট (এআরআই), বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট), ঢাকা
২৭. নির্বাহী পরিচালক, রোড সেফটি ফাউন্ডেশন, ৬৩/১ পাইওনিয়ার রোড, কাকরাইল, ঢাকা
২৮. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা দক্ষিণ নগর ভবন, ঢাকা
২৯. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, গুলশান সেন্টার পয়েন্ট, গুলশান-২, ঢাকা
৩০. যুগ্মসচিব (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
৩১. একান্ত সচিব, মাননীয় মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রনালয় [মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]
৩২. প্রধান তথ্য কর্মকর্তা, তথ্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৩৩. জেলা প্রশাসক (সকল)
৩৪. পুলিশ সুপার (সকল)
৩৫. উপ-মহাপরিচালক (বার্তা), বাংলাদেশ টেলিভিশন, রামপুরা, ঢাকা

৩৬. উপ-মহাপরিচালক (বার্তা), বাংলাদেশ বেতার, শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা
৩৭. প্রকল্প পরিচালক, ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (এমআরটি লাইন-৬), প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা
৩৮. প্রকল্প পরিচালক, গ্রেটার ঢাকা সাসটেইনেবল আরবান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট (বিআরটি, গাজীপুর), বাড়ী-৪, সড়ক-২১, সেক্টর-০৪, উত্তরা, ঢাকা
৩৯. চিফ একাউন্টস্ এন্ড ফিন্যান্স অফিসার, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, হিসাব ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা
৪০. শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, সওজ অধিদপ্তর/ডিএমটিসিএল/বিআরটিএ/ডিটিসিএ/বিআরটিসি/ঢাকা বিআরটি
৪১. একান্ত সচিব, সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ [সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]
৪২. উপসচিব (কানেক্টিভিটি/বিআরটিএ), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
৪৩. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
৪৪. শেখ ওয়ালিদ ফয়েজ, তথ্য ও জনসংযোগ কর্মকর্তা, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
৪৫. জনাব ইলিয়াস কাঞ্চন, চেয়ারম্যান, নিরাপদ সড়ক চাই, ৭০ কাকরাইল, ঢাকা-১০০০
৪৬. সভাপতি, জাতীয় প্রেসক্লাব, তোপখানা রোড, ঢাকা
৪৭. সাধারণ সম্পাদক, জাতীয় প্রেসক্লাব, তোপখানা রোড ঢাকা
৪৮. সভাপতি, ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি, সেগুন বাগিচা রোড, ঢাকা
৪৯. সাধারণ সম্পাদক, ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি, সেগুন বাগিচা রোড, ঢাকা
৫০. সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, সড়ক ও জনপথ প্রকৌশলী সমিতি, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
৫১. সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, সড়ক ও জনপথ ডিপ্লোমা প্রকৌশলী সমিতি, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
৫২. সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, সড়ক ও জনপথ ঠিকাদার সমিতি, সড়ক ভবন, এলেনবাড়ী, তেজগাঁও, ঢাকা
৫৩. মহাসচিব, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি, ১১৭ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, রমনা, ঢাকা
৫৪. সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন, ২৮, রাজউক এভিনিউ, মতিঝিল, ঢাকা
৫৫. সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ ট্রাক-কাভার্ড ভ্যান মালিক সমিতি, তেজগাঁও, ঢাকা
৫৬. সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, গাবতলী/মহাখালী/সায়েদাবাদ বাস টার্মিনাল সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি, ঢাকা
৫৭. চেয়ারম্যান/সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ বাস-ট্রাক ওনার্স এসোসিয়েশন, ২৫৭/ক বাগবাড়ি, গাবতলী, ঢাকা
৫৮. মহাসচিব, বাংলাদেশ কাভার্ডভ্যান-ট্রাক-প্রাইমমুভার পণ্যপরিবহন মালিক এসোসিয়েশন, তেজাগাঁও, ঢাকা
৫৯. সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, ঢাকা জেলা যানবাহন শ্রমিক ইউনিয়ন রেজি. নং ২৪১৫, মহাখালী, ঢাকা
৬০. সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, ঢাকা মহানগর সড়ক পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়ন, রেজি. নং ২১৯৫, সায়েদাবাদ, ঢাকা
৬১. সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, ঢাকা জেলা, সড়ক পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়ন, রেজি. নং ৪৯৪, ৪৭ টয়নবী সার্কুলার রোড, ঢাকা
৬২. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, পাঠাও লিমিটেড, CWN (A) (6th Floor), রোড-৪৯, কামাল আতাতুর্ক এভিনিউ, গুলশান মডেল টাউন, ঢাকা
৬৩. মহাসচিব, বাংলাদেশ যাত্রী কল্যাণ সমিতি, গুলিস্তান শপিং কমপ্লেক্স, বঙ্গবন্ধু এভিনিউ, ঢাকা
৬৪. অফিস কপি/মাস্টার কপি।

১৩/২০২২

(মুহাম্মদ কামরুল হাসান)
উপসচিব
ফোন : ২২৩৩৫৫৫২৮
E-mail: dsaudit@rthd.gov.bd